যায়যায়দিন

তারিখ 30 SEP 2012
পৃষ্ঠা ৩ কলাম

১৭ অক্টোবর ঢাকায় বেসরকারি শিক্ষকদের মহাসমাবেশ

যাযাদি রিপোর্ট

বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে আগামী ১৭ অক্টোবর ঢাকায় শিক্ষক কর্মচারীদের মহাসমাবেশের ঘোষণা দিয়েছে জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট। শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটি এ ঘোষণা দেয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক জানান, বর্তমানে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা ৪ লাখ ৬৯ হাজার ৮৪৪ জন এবং সরকারের নির্ধারিত যোগ্যতার শর্ত পূরণ করে এমপিওর জন্য অপেক্ষমান ৫ হাজার ৩৬২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত এক লাখের মতো শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী। এমপিওর আশায় তারা মানবেতর জীবনযাপন করছেন। তিনি বেসরকারি শিক্ষকদের সরকারি শিক্ষকদের অনুরূপ জাতীয় স্কেলে সুযোগ সুবিধার দাবি জানান। ১০ শতাংশ বাড়ি ভাড়া, পূর্ণ চিকিৎসা ভাতা ও উৎসব ভাতাসহ চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে সংগঠনের পক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

কর্মসূচিগুলো হচ্ছে ৩০ সেপ্টেম্বর উপজেলায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ, ৩ অক্টোবর শিক্ষা জাতীয়করণের দাবি মেনে নিয়ে ১০ অক্টোবরের মধ্যে ঘোষণা দেয়ার জন্য সরকারের কাছে আনুষ্ঠানিক পত্র প্রদান। ৫ অক্টোবর শিক্ষার জন্য আমরা, শিক্ষকের পাশে আমরা এ মূল প্রতিপাদ্যে ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে ও প্রতি জেলায় বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন। ৯ অক্টোবর শিক্ষা জাতীয়করণ অপরিহার্য ও বাস্তবায়নযোগ্য : বিষয়ের ওপর ঢাকায় জাতীয় সেমিনার আয়োজন এবং ১১ অক্টোবর প্রতি জেলায় শিক্ষা জাতীয়করণের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল। আগামী ১৭ অক্টোবর ঢাকায় মহাসমাবেশের ঘোষণা দেয়া হয়।

তিনি বলেন, বেসরকারি শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের কথা বলতে গেলে মনে হয় প্রশাসনের একশ্রেণীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ব্যক্তিদের কাছে তারা যতটা না শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মী, তার চেয়ে বেশি ভিক্ষুকতুল্য। ভিক্ষুককে যেমন নামমাত্র কিছু দিয়ে কোনোভাবে বিদায় করা হয়, একইভাবে ১০০ টাকা বাড়ি ভাড়া, ১৫০ টাকা চিকিৎসা ভাতা, একুশ বছর আগের স্কেলে প্রবৃদ্ধি নামীয় কয়েকটি টাকা গছিয়ে তাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, সরকার যায়। সরকার আসে। কিন্তু শিক্ষার ৯৮ ভাগ দায়িত্ব পালনকারী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক ও কর্মচারীদের ভাগ্যের পরিবর্তন হয় না। এমনকি মানুষ হিসেবে তারা যে জীবন ধারণের অধিকারী তারও স্বীকৃতি মেলে না। এখনো দুই হাজার ইবতেদায়ী শিক্ষকের মাসিক বেতন মাত্র ৫০০ টাকা।